তারিখ ... ১৫.২.৮৫ ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

0 068

এত ফেল কেন ?

পরীক্ষায়, পাস ফেল দুইই আছে। কিন্তু পাসের হার বছরের পর বছর হ্রাস পেতে থাকলে দুশ্চিন্তার কারণ হয়। আর কোন কোন কলেজ থেকে যদি আদৌ কোন পরীক্ষার্থীই পাস না করে তাহলে নিশ্চয়ই প্রশ্ন ওঠে এ কলেজগুলিতে কি হচ্ছে ? শিক্ষকেরা কি করেন ? বা পরীক্ষার প্রশ্ন কি এমনই কঠিন হয় যে ছাত্রদের পক্ষে কিছুই লেখা সম্ভব হয় না ?

এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটছে বেশ কয়েক বছর ধরে বিশেষ করে ডিগ্রি পরীক্ষায়। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় অনেক কলেজের উত্তীর্ণের তালিকা শূন্য।

ঘটনাটি এবারও ঘটেছে। কিছুদিন আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি, বিকম পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার যথাক্রমে ২১.৩ এবং ১৯.৯ ভাগ। আর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বিএসসিতে ভাংগা কলেজ, নাগরপুর কলেজ, মির্জাপুর কলেজ এবং ঘাটাইল কলেজের একজন পরীক্ষার্থীও উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

বিকম পরীক্ষায় বরিশালের শিকারপুরের শেরে-এ-বাংলা কলেজ, রাজাপুর কলেজ, ধনবাড়ি কলেজ, ত্রিশাল নজরুল কলেজ, ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজ, গৌরীপুর কলেজ, নান্দিনা কলেজ, জামালপুর কলেজ, সরিষাবাড়ি কলেজ ও শিবপুর শহীদ আসাদ কলেজ থেকে কেউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি। আরো লক্ষ্য করার বিষয় যে এ তালিকায় সরকারী কলেজও আছে। তাহলে এ কলেজগুলির অবস্থা কি ?

এ ধরনের প্রশ্ন সামগ্রিকভাবে পরীক্ষায় পাসের হার সম্পর্কে উত্থাপন করা যেতে পারে। শতকরা আশিজন ছাত্রছাত্রী বছরের পর বছর পরীক্ষায় ফেল করবে—এ পরিস্থিতি কারো কাছেই কাম্য নয়। অথচ এ ঘটনাই ঘটছে।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে এজন্য দায়ী শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা। এ যুক্তি কোনক্রমেই ধোপে টেকে না। বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থায় গত কয়েক শ বছর যারা শিক্ষাগ্রহণ করেছেন, তারা এর চেয়ে ভাল করেছেন পরীক্ষায়। এছাড়া মফস্বলের কলেজগুলিতে উল্লেখযোগ্য কোন অস্থিরতা বিরাজ করছে না। অথচ মফস্বলের কলেজেই পরীক্ষার এ দুর্গতি। তাই সমস্যাটি একটু ভিন্নভাবে ভেবে দেখবার অনুরোধ জানাব আমরা। কর্তৃপক্ষ কলেজগুলিকে সাহায্য দিচ্ছেন। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সাহায্য দিচ্ছেন। অথচ শিক্ষার মান হচ্ছে নিম্নগামী। এ ব্যাপারে বিভিন্ন কলেজ কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়ই দায়িত্ব আছে। দায়িত্ব আছে শিক্ষকদের। শিক্ষা-ব্যবস্থা আর অস্থিরতার কথা বলে দায়িত্ব পরিহারের অবকাশ নেই।